দৈনিক বাংলা

তারিখ 15 OCT 1986
পৃষ্ঠা 1 কলাম

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

গণতন্ত্রে উত্তরণে আজ

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ

(স্টাফ রিপোর্টার)

আজ দেশে তৃতীয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আজকের এই নির্বাচন দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের দেয়া প্রতিশ্রুতির শেষ ধাপ। এর আগে দেশে পর্যায়ক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক ও নির্বাহী পদের জন্যে আজকের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদসহ মোট ১২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। অন্য প্রার্থীরা হলেন জনাব অলি-উল ইসলাম চৌধুরী (সক্কু মিয়া), আলহাজ মওলানা খায়রুল ইসলাম যশোরী, আলহাজ মেজর (অব) মোঃ আফসারউদ্দিন, জনাব মোহাম্মদ আনসার আলী, জনাব মোহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর, জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান মজুমদার, জনাব মোঃ আবদুস সামাদ, জনাব মোঃ জহীর খান, লেঃ কর্নেল (অব) সৈয়দ ফারুক রহমান, সৈয়দ মনিরুল হুদা চৌধুরী ও স্কোয়াড্রন লিডার (অব) মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী। প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যে মোট ১৬ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র পেশ করেছিলেন। প্রত্যেকের মনোনয়নপত্রই বৈধ হয়েছিল। পরে চারজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ান।

সামরিক শাসন থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্যে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সমস্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছেন।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

আজ সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত সারাদেশে ২৩ হাজার ৪৬৬টি ভোট কেন্দ্রের ৯০ হাজার ১২৬টি ভোট কক্ষে একটানা ভোট গ্রহণ করা হবে। ভোটারের সংখ্যা ৪ কোটি ৭৯ লক্ষ ১২ হাজার ৬৪৩। ভোটকেন্দ্রগুলিতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী নিয়োগ করা হয়েছে।

ভোট গ্রহণ শেষ হবার পর ভোট কেন্দ্রেই গণনা শুরু হবে। ভোটের বেসরকারী ফল প্রচারের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে একটি বেসরকারী ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্যে চলতি বাজেটে ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৯৭৮ সালের ৩রা জুন এবং ১৯৮১ সালের ১৫ই নবেম্বর দেশে প্রথম ও দ্বিতীয়

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

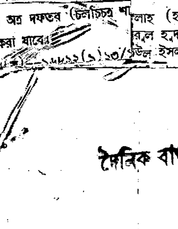

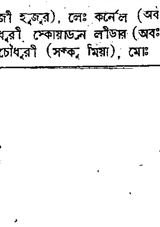

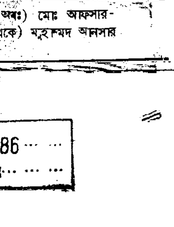

...লাহ (হাফেজ্জী হুজুর), লেঃ কর্নেল (অবঃ) সৈয়দ ফারুক রহমান, আলহাজ মেজর (অবঃ) মোঃ আফসার-...রুল হুদা চৌধুরী, স্কোয়াড্রন লীডার (অবঃ) মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী। (নীচে বাম থেকে) মুহাম্মদ আনসার ...উল ইসলাম চৌধুরী (সক্কু মিয়া), মোঃ আবদুস সামাদ ও মোঃ জহির খান

...কালে অত্র দফতর (চলচ্চিত্র ... ...হ করা যাবে।
...১৮৮১১(১)২৩/...

দৈনিক বাংলা

তারিখ 15 OCT 1986
পৃষ্ঠা কলাম

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

(প্রথম পৃঃ পর)

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৭৮ সালের নির্বাচনে মোট ১০ জন এবং ৮১ সালের নির্বাচনে মোট ৩১ জন প্রার্থী প্রেসিডেন্ট পদের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ঐ দুটি নির্বাচনে—৭৮ সালে শতকরা ৫৪ দশমিক ২৬ জন এবং ৮১ সালে ৫৬ দশমিক ৫০ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছিলেন। প্রদত্ত বৈধ ভোটের শতকরা ৭৬ দশমিক ৬৩ ভাগ ভোট পেয়ে জিয়াউর রহমান (১৯৭৮) ও শতকরা ৬৫ দশমিক ৫২ ভাগ ভোট পেয়ে বিচারপতি সাত্তার (১৯৮১) প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ঐ দুটি নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট জিয়ার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন জেনারেল ওসমানী (২১ দশমিক ৬৯ ভাগ ভোট)। প্রেসিডেন্ট সাত্তারের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ডক্টর কামাল হোসেন (২৫ দশমিক ৯৯ ভাগ ভোট)।

১৯৭৮ ও ১৯৮১ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোটারের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩ কোটি ৮৪ লক্ষ ৮৬ হাজার ২৪৭ জন ও ৩ কোটি ৮৯ লক্ষ ৫১ হাজার ১৪ জন।

এবারের প্রার্থীদের মধ্যে জনাব আবদুস সামাদ ১৯৭৮ সাল এবং হাফেজ্জী হুজুর ও মওলানা খায়রুল ইসলাম যশোরী ১৯৮১ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। জনাব ওলি উল ইসলাম সক্কু মিয়ার মনোনয়নপত্র ১৯৭৮ সালে এবং জনাব আনসার আলীর মনোনয়নপত্র ১৯৮১ সালে বাতিল হয়েছিল।